



বক্স অফিসে ইতহাস গড়ল টম হল্যান্ডের 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নডি ডে'

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 03 August 2026, 03:41 PM | বিভাগ: বনিদন



বক্স অফিসে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতহাসে নজরিবাহীন রেকর্ড গড়ল টম হল্যান্ড অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সনিমো 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নডি ডে'। মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তেই (ওপেনিং উইকএন্ড) বিশ্বজুড়ে সনিমোটর অবশির্বাস্য আয় দাঁড়িয়েছে ৯২৭ মলিয়ন ডলারে। এর মাধ্যমে এটি বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং আয়ের রেকর্ড গড়েছে। এই তালিকার শীর্ষ অবস্থানটি ধরে রেখেছে ২০১৯ সালে মুক্তিপাওয়া 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম'।

হলিউডের নয়ম অনুযায়ী কোনো সনিমো মুক্তির প্রথম তিন দিনে (শুক্রবার থেকে রোববার) আয়কে 'ওপেনিং উইকএন্ড' ধরা হয়, যা কোনো ছবির বাণিজ্যিক সাফল্য পরিমাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

২২৫ মলিয়ন ডলার বাজারে এই সনিমোট কেবল উত্তর আমেরিকার বাজার থেকেই প্রথম তিন দিনে তুলে নিয়েছে ৩৫৫ মলিয়ন ডলার। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে আরও ৫৭২ মলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে ৯২৭ মলিয়ন ডলারের বাম্পার আয় নিয়ে সনিমোট এখন দ্রুততম সময়ে 'বলিউড ডলার ক্লাব'-এর

দকি এগিয়ে চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে সুপারহিরো ঘরানার সনিমোর প্রতিদর্শকদেরে কিছুটা অনাগ্রহ দেখা গেলেও 'স্পাইডার-ম্যান'-এর এই নতুন কস্টিসে ধারণাকে পুরোপুরি বিদলে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে ৩১ জুলাই সনিমোট আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পলেও বেশে কিছু দশে ৩০ জুলাই প্রভিডি শো প্রদর্শিত হয়। শুধু ওই প্রভিডি শো থেকেই আয় হয়েছিল ৭২ মিলিয়ন ডলার।

এই নতুন রেকর্ডের সুবাদে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা চারটি ওপেনিং উইকএন্ড আয়ের সবকটি এখন মার্ভলে স্টুডিওর দখলে চলে গেছে। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' (১.২২ বিলিয়ন), দ্বিতীয় স্থানে নতুন যুক্ত হলো 'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নডি ডে' (৯২৭ মিলিয়ন), তৃতীয় স্থানে রয়েছে 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' (৬৪০ মিলিয়ন) এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে স্পাইডার-ম্যানেরই আগের সনিমো 'নো ওয়ে হোম' (৬০০ মিলিয়ন ডলার)।

'স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নডি ডে' সনিমোর গল্পে দেখা যায়, যখন পুরো বিশ্ব পিটার পার্কারকে ভুলে গেছে, তখন সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়া পিটার নিজের চরম নসিঙ্গতার সঙ্গে লড়াই করে শহরকে রক্ষা করার লড়াই চালিয়ে যায়।

বনিদন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'এনঅ্যাক্ট ইনসাইট'-এর সহিও গ্রেগে ডার্কনি রয়টার্সকে জানান, মহামারী-পরবর্তী সময়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য, নসিঙ্গতা ও বন্ধুত্বের যে সংকট তৈরি হয়েছে, সনিমোটটি পিটারের একা হয়ে যাওয়া ও ঘুরে দাঁড়ানোর মূল গল্পটি ঠিক সেই জায়গাটিতেই দর্শকদের আবেগকে নাড়া দিতে পরেছে।